182

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাসে ২ প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে শতাধিক রাউণ্ড গুলী বিনিময়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া ও মুজিব হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের ২টি বিবদমান গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে শনিনার দিবাগত রাতে শতাধিক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রাত দেড়টার দিকে

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাসে গুলী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লাল রঙের একটি মাইক্রোবাসে করে ১২/১৩ জন কর্মী জসীম উদ্দীন হল থেকে জিয়া হলের সামনে দিয়ে মুজিব হলের দিকে যাচ্ছিল। গাড়ীটি জিয়া হলের সামনে এসে জিয়া হলের দখলদার জাকির-মামুন গ্রুপের কর্মীরা ভীত হয়ে গাড়ীটির উপর ককটেল নিক্ষেপ করে। মুজিব-জসীম হলের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের কর্মীরা জিয়া হলের দখল নিতে এসেছে এই আশংকায় তারা গাড়ীর উপর ককটেল নিক্ষেপ করে। এ সময় মুজিব হল থেকে অসীম বাবু গ্রুপের কর্মীরাও জিয়া হলের দিকে পাল্টা গুলী ছুঁড়ে এর জবাব দেয় এবং জসীম উদ্দীন হলের কর্মীরাও তাদের সমর্থনে জিয়া হলের দিকে গুলী ছুঁড়তে শুরু করে। এ অবস্থায় তিন হলের মধ্যেই শুরু হয় পরস্পর বন্দুকযুদ্ধ। মাইক্রোবাসটিও দ্রুত মুজিব হলে ঢুকে পড়ে। দীর্ঘ দেড় ঘন্টার এ গোলাগুলীতে কেঁপে ওঠে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাকা। সাধারণ ছাত্ররাও ভীত হয়ে পড়ে। ঐ তিনটি হলেই সকল বাতি নিভিয়ে দিয়ে অস্ত্রধারীরা বেপরোয়া গুলী ও বোমা বর্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘক্ষণ শক্তি প্রদর্শনের খেলায় মেতে উঠে। হল পাহারারত পুলিশ দল এ সময় ভীত হয়ে ক্রলিং করে হলের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেয়। স্টেনগান, শর্ট রাইফেল, রিভলভারে গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি রাত ৩টার দিকে ধীরে ধীরে থেমে যায়। এ ঘটনার পর সকালে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে জিয়া ও মুজিব হল ঘিরে রেখেছে। তবে কোন তল্লাশি চালায়নি বা কাউকে গ্রেফতারেও করেনি। মুজিববাদী ছাত্র লীগ গতকাল ছাত্র দলের এই বন্দুকযুদ্ধের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে।